ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড (ইএলবিএল) এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ (০৬ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) বেলা ১১-০০ ঘটিকায় 'মোটেল সৈকত', বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, স্টেশন রোড, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় চেয়ারম্যানসহ নিম্নোক্ত পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিব উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
০১	জনাব মোঃ সামছুর রহমান	চেয়ারম্যান
০২	জনাব মোঃ সরওয়ার আলম	পরিচালক
০৩	ড. মুহাঃ মনিরুজ্জামান	পরিচালক
০৪	কাজী মোহাম্মদ হাসান	পরিচালক
০৫	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	শেয়ারহোল্ডার পরিচালক
০৬	অ্যাডভোকেট মুন্সী গোলাম মোস্তফা	ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক
০৭	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক
০৮	জনাব মহিউদ্দিন আহমদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৯	জনাব আলী আবছার	কোম্পানি সচিব

কোম্পানির সর্বমোট ৩০৩ জন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে ২৮০ জন শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে এবং ২৩ জন প্রক্সির মাধ্যমে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে যে কোন একজন শেয়ারহোল্ডারকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আহ্বান জানানো হলে কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেন (বিও নং-১২০১৬০০০৪৬১৬৪৯৯৬) কর্তৃক পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার সভাপতি কর্তৃক নিজের পরিচিতি প্রদানের পর কোম্পানির সম্মানিত পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট পরিচিতি প্রদানের আহ্বান জানানো হলে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা এবং কোম্পানি সচিব কর্তৃক তাঁদের নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভে সভাপতি কর্তৃক কোম্পানি সচিবকে সভার নোটিশ পাঠের আহ্বান জানানো হলে কোম্পানি সচিব জনাব আলী আবছার কর্তৃক সভার নোটিশ পাঠ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত চেয়ারম্যানের বক্তব্য ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণ পড়েছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তা পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করার জন্য সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এতে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-০১ : ২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৮৯(২) ধারার বিধান মোতাবেক বিগত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং কার্যবিবরণীর খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে প্রেরণ করা হয়। সভাপতি কর্তৃক কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ সেলিম মিয়া (বিও নং-১২০২৮১০০১৫৮৭৬৪৬৩) কর্তৃক ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ শাহাবউদ্দীন (বিও নং-১২০১৬০০০০৬৫৪৫০৬০) কর্তৃক সকলের পক্ষ হতে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

বিগত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো এবং সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হলো।

আলোচ্যসূচি-০২ : ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক উপরোক্ত আলোচ্যসূচি উপস্থাপনে বলা হয় যে, ৩০শে জুন ২০১৮ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবের উপর শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে। সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক তা পঠিত হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পঠিত হয়েছে মর্মে গণ্য করার জন্য সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এতে উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সম্মতি প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ৩০শে জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদনের উপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মতামত আহবান করা হয়। এতে নিম্নোক্ত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করা হয় :

আলোচনা :

(১) জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন (বিও নং-১২০১৮৪০০০০৪৭৮৮৫৬)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন কর্তৃক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ইএলবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। প্রথমবারের মতো এবার ই-মেইলে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করায় তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে ইএলবিএল কর্তৃক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের এবং রাইট শেয়ার প্রদানেরও প্রস্তাব প্রদান করা হয়।

(২) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন (বিও নং-১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ মোবারক হোসেন কর্তৃক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে মনোনয়ন প্রদান করায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে বলা হয় কোম্পানি পূর্বে ৩০% হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করত, কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে ব্যবসা

বহুমুখীকরণের ফলে ইএলবিএল বর্তমানে ১০০% হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, কোম্পানি পূর্বে কেবলমাত্র লুব অয়েল ব্যবসায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল। বর্তমানে ব্যাটারি ব্যবসাও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের লুব অয়েল ব্লেন্ডিং ইএলবিএল-এ করানোর জন্য মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে ইএলবিএল এর ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত স্থায়ী জমি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হয়।

(৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া (বিও নং-১২০২৮১০০১৫৮৭৬৪৬৩)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ সেলিম মিয়া কর্তৃক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইএলবিএলকে একটি ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে ইএলবিএল যেন আগামীতে আরও বেশি হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

(৪) জনাবা হামিদা বেগম (বিও নং-১২০২২৫০০০৭৭২০১৪৫)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাবা হামিদা বেগম কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইএলবিএল এর শেয়ার একটি মৌলভিত্তিক শেয়ার, এ শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করে ভালো লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে আরও মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, আলোচ্য বছরে ৯০% নগদ ডিভিডেন্ড এবং ১০% স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করা হলে ভালো হতো। আগামীতে যেন নগদ ডিভিডেন্ডের সাথে স্টক ডিভিডেন্ডও প্রদান করা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিকট অনুরোধ জানান। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

(৫) জনাব দিলীপ কুমার সাহা (বিও নং-১২০৩০১০০১৬৫৪৫৬৬৬)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব দিলীপ কুমার সাহা কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে সভার শুরুতে পরিচালকমন্ডলীর বিস্তারিত পরিচয় প্রদানের জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মোটেল সৈকতের চমৎকার পরিবেশে এজিএম আয়োজন করার এবং এজিএম এর ব্যানার বাংলা ভাষায় করার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে একটি চমৎকার সারগর্ভ বার্ষিক প্রতিবেদন উপহার দেয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বিশেষ করে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা অনুবাদের বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে প্রশংসা করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় ইপিএস ক্রমাগত হ্রাস পেলেও ডিভিডেন্ড প্রদানের হার ১০০% থেকে কমানো হয়নি। এজন্য তাঁর বক্তব্যে পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে আগামীতে নগদ ডিভিডেন্ডের সাথে স্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বছরে কোম্পানির নীট মুনাফা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে ডিভিডেন্ড প্রদানের হার এর সমতা রক্ষার জন্য 'ডিভিডেন্ড ইক্যুলাইজেশন ফান্ড' সৃষ্টি করার জন্য তাঁর বক্তব্যে প্রস্তাব করা হয়। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

(৬) জনাব কবীর আহমেদ চৌধুরী (বিও নং-১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কবীর আহমেদ চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে একই দিনে ইএলবিএল ও অন্য আরেকটি কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেয়ারহোল্ডারদের সমস্যা হয়েছে মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, জ্বালানি সেক্টর দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর বিধায় এই সেক্টরটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর বেশিরভাগ সদস্য সরকারি কর্মকর্তা বিধায় শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে থেকে পরিচালক নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। পরিশেষে তাঁর বক্তব্যে ইএলবিএল এর জন্য নিজস্ব নতুন অফিস ভবন ও ইএলবিএল এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় এবং কোম্পানির প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানানো হয়।

(৭) জনাব হীরালাল বণিক (বিও নং-১২০১৮৪০০০০৭০৩২৩২)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব হীরালাল বণিক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে বার্ষিক প্রতিবেদনে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা রাখার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে ডিভিডেন্ডের হার কম হয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে গত বছরের এজিএম এর খরচ এর আগের বারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে এজিএম এর ব্যয় কমানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

(৮) আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব (বিও নং-১২০১৯৬০০০৮০১৪৩৬৭)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের শুরুতে কোম্পানির নব-নিযুক্ত কোম্পানি সচিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালককে অভিনন্দন জানানো হয়। তাঁদের নেতৃত্বে কোম্পানির ব্যবসা ক্ষেত্রে বর্তমানে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানির শেয়ারমূল্য অনুযায়ী কোম্পানির ডিভিডেন্ডের হার যথেষ্ট নয়। তাঁর বক্তব্যে কোম্পানি বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের নিকট আহ্বান জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে এজিএম এর ব্যয় কেন বৃদ্ধি পেয়েছে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং ইএলবিএল এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ হয়।

(৯) জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ (বিও নং-১২০২০৫০০০৪২৫৬১০৮)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব বিশ্বজিৎ ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে কোম্পানির বিগত ২ বছরের তুলনায় কম মুনাফা অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে মত প্রকাশ করা হয় যে, ইএলবিএল পরিশোধিত মূলধন কম এবং পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়। তাঁর বক্তব্যে স্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয় এবং নগদ ডিভিডেন্ড প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তাঁর বক্তব্যে রাইট শেয়ার প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া, নব-নিযুক্ত ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক জনাব মোঃ কামরুল হাসান যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের চাকরি করার সুবাদে তেল সেক্টরের অভিজ্ঞতা আছে বিধায় তাঁকে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্তটি যথার্থ মর্মে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে কোম্পানির নীট মুনাফা আগামীতে বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ১২০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রস্তাব রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

এ পর্যায়ে শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্য শেষ হলে শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের শুরুতে শেয়ারহোল্ডারদেরকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে নব-নিযুক্ত ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকের বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের প্রশংসায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের নিয়োগের বিষয়টি যথার্থ ছিল। এছাড়া, তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ এর বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের আশাবাদের সাথে একমত পোষণ করে চেয়ারম্যান কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, নব-নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ভালো করবেন এবং কোম্পানির উন্নতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রস্তাব অর্থাৎ রাইট শেয়ার প্রদান, পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি এবং ডিভিডেন্ডের হার বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ পরিচালনা পর্ষদে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে তাঁর বক্তব্যে শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, ইএলবিএল একটি ছোট কোম্পানি হলেও সবসময় ভালো ডিভিডেন্ড ঘোষণার মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই বিগত বছরের

ন্যায় এ বছরও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ১০০% হারে লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয় এবং যদি সুযোগ থাকে ভবিষ্যতে ১২০%/১৩০% হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে। চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানির বিপণনকৃত YUASA ব্র্যান্ডের ব্যাটারির বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্যাটারি সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীতে তাদের সাথে চুক্তি হলে কোম্পানির ব্যাটারি বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, লুব্রিকেন্টস ব্যবসায় বড় প্রাইভেট কোম্পানিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ইএলবিএলকে একটি বড় লুব্রিকেন্টস কোম্পানির সাথে জয়েন্ট ভেন্চারে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে বলা হয় যে, আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে চট্টগ্রামে ইআরএল এর আরেকটি রিফাইনারি ইউনিট শুরু হবে। যার ফলে বর্তমানে যেখানে সারাবছরে ১৪ লক্ষ মে.টন জ্বালানি তেল পরিশোধিত হয় সেখানে ইআরএল এর ২য় ইউনিট চালু হলে আরও ৩০ লক্ষ মে.টন জ্বালানি তেল পরিশোধন করা সম্ভব হবে। ফলে রিফাইনারি হতে অধিক পরিমাণে গুণগত মানের বেইস অয়েলও পাওয়া যাবে। এজন্য একটি বড় লুব্রিকেন্টস কোম্পানির সাথে ইএলবিএল এর জয়েন্ট ভেন্চারে ব্যবসা করার লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক ইতোমধ্যে একটি বিশ্বখ্যাত লুব্রিকেন্টস কোম্পানির সাথে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে ভবিষ্যতে বেশি পরিমাণে লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডিংয়ের জন্য ইএলবিএল এর একটি নিজস্ব জমি থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, আগামী এজিএম এর পূর্বেই কোম্পানি কর্তৃক একটি নিজস্ব জমির সন্ধান পাওয়া যাবে। পরিশেষে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে ইএলবিএল একটি বড় কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে চেয়ারম্যান এতদবিষয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনসহ গ্রহণ ও অনুমোদনের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

এ পর্যায়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী (বিও নং-১২০২২৫০০৫৬৬৬৭৪৫০) কর্তৃক ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনসহ গ্রহণ ও অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব শেফালি সাহা (বিও নং-১২০৩০১০০১৬৫৪৫৬৫৮) কর্তৃক সকলের পক্ষ হতে প্রস্তাবটি সমর্থন করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৩ : ২০১৮ সালের ৩০শে জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে অবহিত করা হয় যে, আলোচ্য বছরে অর্জিত মুনাফার উপর ভিত্তি করে পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নগদ ১০০% হারে অর্থাৎ প্রতিটি ১০.০০ টাকা শেয়ারে ১০.০০ টাকা নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের সুপারিশ করা হয়। সভাপতি কর্তৃক পরিচালকমন্ডলীর এ সুপারিশ অনুমোদনের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

এ পর্যায়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন (বিও নং-১২০১৫৯০০০৪৪৬০০৮১) কর্তৃক ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে নগদ ১০.০০ টাকা অর্থাৎ ১০০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশ অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এসএম শহীদুল্লাহ (বিও নং-১২০১৫৯০০৬১০০০১৬৬) কর্তৃক সকলের পক্ষ হতে তা সমর্থন করা হয় এবং সভা কর্তৃক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

৩০শে জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য শেয়ার প্রতি নগদ ১০.০০ টাকা অর্থাৎ ১০০% হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৪ : পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানির পরিচালন বিধির ৮৭ এবং ৮৮ ধারা মোতাবেক প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলীর এক তৃতীয়াংশ সদস্য পালাক্রমে অবসরগ্রহণ করেন এবং তাঁরা পুনঃমনোনয়নযোগ্য। ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদ হতে পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ সরওয়ার আলম এবং শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল অবসরগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জনাব মোঃ সরওয়ার আলমকে বিপিসি কর্তৃক পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, শেয়ারহোল্ডার পরিচালক (বিপিসি বাদে বাকি শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে) পদে নির্বাচনের জন্য নিয়মানুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহ্বান করা হয়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন ও পরিকল্পনা)-কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার এবং অবসরগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল (বিও নং-১২০১৮৪০০০০৭৪২৩২৮) কর্তৃক একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। কমিটি কর্তৃক মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় :

'Only one candidate submitted the nomination paper and found valid.'

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক পরিচালক পদে বিপিসি কর্তৃক মনোনয়নপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মোঃ সরওয়ার আলম ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে একমাত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে পুনঃনির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব সুমন সাহা (বিও নং-১২০২২৮০০৩১৯৭৭২৫১) কর্তৃক বিপিসি কর্তৃক পুনঃমনোনীত জনাব মোঃ সরওয়ার আলম ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে একমাত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে পুনঃনির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোহাম্মদ ওসমান গণি (বিও নং-১২০২৭৬০০০০০৪৮৮৮৪) কর্তৃক প্রস্তাবটি সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

বিপিসি কর্তৃক পুনঃমনোনীত পরিচালক জনাব মোঃ সরওয়ার আলম ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালক পদে পুনঃনির্বাচিত করা হলো।

আলোচ্যসূচি-৫ : ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকদের নিয়োগ অনুমোদন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানির ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক জনাব শাহজাহান মজুমদার, এফসিএ পরপর ৩ বছর মেয়াদের দুই মেয়াদ পূর্ণ করার ফলে আরেক মেয়াদের জন্য পুনঃমনোনয়নযোগ্য ছিল না বিধায় পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তাই বিএসইসির কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড'২০১৮ এর ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক নিয়োগের সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অ্যাডভোকেট মুন্সী গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে কোম্পানির ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, যা ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাডভোকেট মুন্সী গোলাম মোস্তফা ও জনাব মোঃ কামরুল হাসানের নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেন (বিও নং-১২০১৬০০০৪৬১৬৪৯৯৬) কর্তৃক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অ্যাডভোকেট মুন্সী গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে কোম্পানির ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ জালালউদ্দিন (বিও নং-১২০৩১২০০৩৯৭৮৫৯০৮) কর্তৃক প্রস্তাবটি সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক হিসেবে অ্যাডভোকেট মুন্সী গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মোঃ কামরুল হাসানের নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৬ : ২০১৯ সালের ৩০শে জুন সমাপ্য বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানির ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স আহমদ অ্যান্ড আখতার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স এ কাসেম অ্যান্ড কোং,

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস'কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু মেসার্স এ কাসেম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক অনিবার্য কারণবশত কোম্পানির ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে তাদের অপরাগতা প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে কোম্পানি আইন' ১৯৯৪ অনুসারে কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিক হিসেবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক মেসার্স এ কাসেম অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এর স্থলে মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস'কে কোম্পানির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হলে বিগত ২০ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ২৩৭তম পর্ষদ সভায় ক্যাজুয়েল ভ্যাকেন্সি হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস'কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুসারে মেসার্স আহমদ অ্যান্ড আখতার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসরগ্রহণ করে। উভয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে পুনঃমনোনয়নযোগ্য এবং নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে কোম্পানির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য মেসার্স আহমদ অ্যান্ড আখতার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসদ্বয়কে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব আলহাজ মোঃ আব্দুল ওহাব (বিও নং-১২০১৯৬০০০৮০১৪৩৬৭) কর্তৃক কোম্পানির ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্য বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স আহমদ অ্যান্ড আখতার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসদ্বয়কে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে পুনঃনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব দিলীপ কুমার সাহা (বিও নং-১২০৩০১০০১৬৫৪৫৬৬৬) কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যুগ্ম বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স আহমদ অ্যান্ড আখতার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসদ্বয়কে সর্বমোট ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

আলোচ্যসূচি-৭ : কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালনের বিষয়ে সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্য বছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স

কোড প্রতিপালনের বিষয়ে সনদ প্রদানের নিমিত্ত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব কামালউদ্দিন আহমদ (বিও নং-১২০১৯৬০০০১১৪১৭৬২) কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সনদ প্রদানের কাজের জন্য মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়।

সমর্থন:

তৎপ্রেক্ষিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব ইউসুফ ফারুক (বিও নং-১২০১৬০০০১৫৮২৮১৪২) কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবটি সকলের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড এর সনদ প্রদানের জন্য মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

বিশেষ আলোচ্যসূচি-১ : কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ৭৬ (২য় অংশ) ও ৭৭ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন।

উপস্থাপন :

সভাপতি কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নির্দেশনা অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে একজন অতিরিক্ত ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক নিয়োগের প্রেক্ষিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের গঠন সংশ্লিষ্ট ধারায় ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ৭৬ (২য় অংশ) ও ৭৭ ধারা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ৭৬ (২য় অংশ) ও ৭৭ ধারা সংশোধনের জন্য নিম্নেবর্ণিত বিশেষ প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

Special Business:

(1) To amend the clause Nos. 76 (2nd part) and 77 of the Articles of Association of the Company for increasing the number of Independent Director in the Board of Directors of the Company as per directives of Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC) and if thought fit to pass the following resolution as special.

Special Resolution:

To amend the clause Nos. 76 (2nd part) and 77 of the Articles of Association of the Company as noted bellow :

Existing Clause of the Articles of Association:	To be amended as and substituted by:
76 (2nd part). All subsequent Boards shall consist of 7 (Seven) Directors of whom five shall be elected/appointed from amongst the nominees of Bangladesh Petroleum Corporation and for the remaining two, one shall be elected from amongst the remaining shareholders who are Bangladesh Nationals and other one shall be appointed by the Board of Directors as Independent Director.	76 (2nd part). All subsequent Boards shall consist of 6 (Six) Directors of whom five shall be elected/appointed from amongst the nominees of Bangladesh Petroleum Corporation and the remaining one shall be elected from amongst the remaining shareholders who are Bangladesh Nationals. But the requisite Independent Directors shall be appointed by the Board of Directors as per directives of Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC).
77. Until otherwise determined by the Company in General Meeting the number of the Directors shall not be less than five and more than seven.	77. Until otherwise determined by the Company in General Meeting the number of the Directors shall not be less than five and more than six excluding the requisite Independent Directors as per directives of Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC).

প্রস্তাব :

তৎপ্রেক্ষিতে কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মোঃ মোবারক হোসেন (বিও নং-১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২) কর্তৃক আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশেন ৭৬ (২য় অংশ) ও ৭৭ ধারা উপরে বর্ণিতভাবে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

সমর্থন:

অপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার জনাব মৃদুল কান্তি দাস (বিও নং-১২০১৬৮০০০৮২০৮০০৯) কর্তৃক সকলের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নির্দেশনা অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে একজন অতিরিক্ত ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক নিয়োগের প্রেক্ষিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের গঠন সংশ্লিষ্ট ধারায় ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ৭৬ (২য় অংশ) ও ৭৭ ধারা নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের বিশেষ প্রস্তাব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো:

Special Resolution:

Resolved that clause Nos. 76 (2nd part) and 77 of the Articles of Association of the Company are hereby deleted and substituted by the following clauses :

Deleted Clause of the Articles of Association:	Amended as and substituted by:
76 (2nd part). All subsequent Boards shall consist of 7 (Seven) Directors of whom five shall be elected/appointed from amongst the nominees of Bangladesh Petroleum Corporation and for the remaining two, one shall be elected from amongst the remaining shareholders who are Bangladesh Nationals and other one shall be appointed by the Board of Directors as Independent Director.	76 (2nd part). All subsequent Boards shall consist of 6 (Six) Directors of whom five shall be elected/appointed from amongst the nominees of Bangladesh Petroleum Corporation and the remaining one shall be elected from amongst the remaining shareholders who are Bangladesh Nationals. But the requisite Independent Directors shall be appointed by the Board of Directors as per directives of Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC).
77. Until otherwise determined by the Company in General Meeting the number of the Directors shall not be less than five and more than seven.	77. Until otherwise determined by the Company in General Meeting the number of the Directors shall not be less than five and more than six excluding the requisite Independent Directors as per directives of Bangladesh Securities & Exchange Commission (BSEC).

এ পর্যায়ে আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানানো হলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্যে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিগত এজিএম এর ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের প্রশ্নের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, প্রতিবছরের এজিএম-এ শেয়ারহোল্ডারগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে এজিএম এর ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেইস অয়েল ব্যবসায় মুনাফা হ্রাসের প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, আন্তর্জাতিক বাজারে বেইস অয়েলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বেইস অয়েল ব্যবসায় কোম্পানি কর্তৃক কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে বেইস অয়েলের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। আগামী বছর কোম্পানি কর্তৃক এ খাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

এ পর্যায়ে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক জনাব মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকের বক্তব্য

ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকদের উৎসাহিত করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, কোম্পানির সুযোগ্য চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইএলবিএল একটি ছোট কোম্পানি থেকে একদিন বড় কোম্পানিতে রূপান্তরিত হবে।

সমাপনী বক্তব্য :

আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সমাপনী বক্তব্য প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সমাপনী বক্তব্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে, সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে চেয়ারম্যান কর্তৃক ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ১১/০২/২০১৯ খ্রি.
(মোঃ সামছুর রহমান)
চেয়ারম্যান